দৈনিক ইনকিলাব সংবাদ

তারিখ 10 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

খুবিতে শ্রেণীকক্ষ সংকট পাঠদান ব্যাহত

শুভ্র শচীন, খুলনা

শ্রেণীকক্ষসংকটের কারণে জোড়াতালি দিয়ে চলছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস। এতে চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ না থাকায় অনেক ডিসিপ্লিনের (বিভাগ) শিক্ষার্থীরা ক্লাস হবে কি না, তা নিয়ে থাকেন অনিশ্চয়তায়। আর ক্লাস করার জন্য শিক্ষকদের দৌড়াতে হয় অন্যান্য বিভাগে। সেখানে শ্রেণীকক্ষ ফাঁকা থাকলে তবেই হয় ক্লাস। বিশেষ করে নতুন চালু হওয়া ডিসিপ্লিনগুলোতে এ সমস্যা আরও প্রকট। প্রতিটি ডিসিপ্লিনের জন্য দুই থেকে তিনটি করে শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ থাকলেও নতুন চালু হওয়া ডিসিপ্লিনের জন্য বরাদ্দ নেই একটিও। ফলে ওই ডিসিপ্লিনগুলোর শিক্ষকেরা অন্য ডিসিপ্লিনের শ্রেনিকক্ষ ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে ক্লাস নিয়ে থাকেন।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় -সংবাদ

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শ্রেণিকক্ষসংকট এখনই দূর হচ্ছে না। নতুন ভবন না হওয়া পর্যন্ত এই ভোগান্তি থাকবে। গত শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া নতুন ডিসিপ্লিনগুলোতে এ বছর দ্বিতীয় ব্যাচে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হলে সমস্যা আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে এ বছর চালু করা হয়েছে আরও দুটি নতুন ডিসিপ্লিন। এগুলোতে এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হবে। তবে বিভাগগুলোর পরিবর্তে স্কুলের (অনুসদ) ডিনদের তত্ত্বাবধানে শ্রেণীকক্ষ থাকলে এ সমস্যা হবে না বলে মনে করছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, স্কুলের বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের ক্লাস রুটিনগুলো সমন্বয় করা হলে শ্রেণীকক্ষ কম থাকার পরও শিক্ষকেরা সব ক্লাস নিতে পারবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন রয়েছে তিনটি। মোট পাঁচটি স্কুলের অধীন ২৩টি ডিসিপ্লিন রয়েছে। আছে একটি ইনস্টিটিউটের অধীন আরও তিনটি ডিসিপ্লিন। এসব ডিসিপ্লিনে শিক্ষার্থী রয়েছেন সাড়ে ছয় হাজারের বেশি। চলতি বছর খোলা দুটি নতুন ডিসিপ্লিনে ভর্তি করা হবে আরও ৪০ জন করে। বিভিন্ন স্কুলের ডিন ও ডিসিপ্লিনের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সামাজিক বিজ্ঞান স্কুলে রয়েছে চারটি ডিসিপ্লিন। এর মধ্যে নতুন চালু হওয়া গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের জন্য কোনো শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ নেই। অন্য ডিসিপ্লিনের শ্রেণীকক্ষে ক্লাস করান শিক্ষকেরা । এ বছর দ্বিতীয় ব্যাচে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হলে তাঁদের ক্লাস কোথায় নেওয়া হবে, তা জানেন না কেউ।

ওই ডিসিপ্লিনের শিক্ষক মামুন অর রশীদ বলেন, নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ না থাকায় শিক্ষার্থীদের বসারও জায়গা নেই। ফলে তাঁদের সব সময় ঘুরে বেড়াতে হয়। নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ না থাকায় ইচ্ছেমতো ক্লাস নেওয়া যায় না। কোনো ক্লাস মিস গেলে পরে সেই ক্লাসও নেওয়ার সুযোগ নেই। শ্রেণীকক্ষের সংকট রয়েছে চারুকলা ইনস্টিটিউটেও। ওই ইনস্টিটিউটের রয়েছে তিনটি ডিসিপ্লিন। আর তিনটি ডিসিপ্লিনের জন্য রয়েছে মাত্র একটি থিওরিটিক্যাল শ্রেণীকক্ষ। চারুকলা স্কুলের ড্রয়িং অ্যান্ড পেইন্টিং ডিসিপ্লিননের ভারপ্রাপ্ত প্রধান চৈতন্য কুমার মল্লিক বলেন, তাঁদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে তিনটি শ্রেণীকক্ষ। স্নাতকোত্তরসহ পাঁচটি ব্যাচ নিয়ে সেখানে ক্লাস করা কঠিন। তা ছাড়া ১৬ টি থিওরিটিক্যাল বিষয়ের জন্য রয়েছে মাত্র একটি শ্রেণীকক্ষ। ওই শ্রেণীকক্ষে আরও দুটি ডিসিপ্লিন ক্লাস করায়। এ কারনে ছুটির দিনেও ক্লাস নিয়ে সমস্যা মেটাতে হয়। কলা ও মানবিক স্কুলের অধীন ইংরেজি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ডিসিপ্লিনের জন্য শ্রেণীকক্ষ রয়েছে তিনটি করে। প্রতিটিতে স্নাতকোত্তরসহ ব্যাচ রয়েছে পাঁচটি। এ বছর ওই স্কুলের ইতিহাস ও সভ্যতা নামের আরও একটি ডিসিপ্লিন যুক্ত হয়েছে। এই ডিসিপ্লিনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র একটি শ্রেণীকক্ষ। আগামী বছর দ্বিতীয় ব্যাচ ভর্তি হলে ক্লাস নিতে সমস্যায় পড়তে হবে বলে জানালেন স্কুলের ডিন অধ্যাপক সাবিহা হক।

ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলে রয়েছে দুটি ডিসিপ্লিনের জন্য পাঁচটি শ্রেণীকক্ষ। ওই স্কুলের ডিন অধ্যাপক মেহেদী হাসান মো. হাফিজুর রহমান বলেন, স্নাতকোত্তরসহ পাঁচটি ব্যাচ রয়েছে। কোনো কারণে একটি ব্যাচের ক্লাস মিস হলে ওই ক্লাস পরে করানো কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া নতুন চালু হওয়া মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ডিসিপ্লিনের জন্য আলাদা কোনো শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ নেই। তাঁরা ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ডিসিপ্লিনের শ্রেণীকক্ষে ক্লাস নেন। জীববিজ্ঞান স্কুলের অধীন সাতটি ডিসিপ্লিনের জন্য রয়েছে তিনটি করে শ্রেণীকক্ষ। রুটিন সমন্বয় করে ক্লাস নেওয়া হয় বলে জানান ডিন অধ্যাপক মো. নাজমুল আহসান। বিজ্ঞান প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের অধীন রয়েছে আটটি ডিসিপ্লিন । ওই স্কুলের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মাদ ইসমত কাদির বলেন, প্রতিটি ডিসিপ্লিনের জন্য তিন থেকে চারটি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান বলেন, যেহেতু এটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, তাই অবকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে নতুন একটি ১০তলা ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেছে। কিছুদিনের মধ্যে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। ভবনটি নির্মাণ শেষ হতে দুই বছর লাগতে পারে। তখন আর শ্রেণীকক্ষের সংকট থাকবে না।